যাকাতুল ফিতর

মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন

www.islamhouse.com

যাকাতুল ফিতর

মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন
www.islamhouse.com

প্রকাশকের নিবেদন

বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম

আজকের মুসলিম বিশ্ব যদি আল্লাহ ও তার রসূলকে (স.) জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ্ হাদীসকে গ্রহণ করে এবং শির্‌ক-বিদ'আত বর্জন করতঃ তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাতের উপর ঈমান আনে; সকল দল-মত, মাযহাব, জাতি, বর্ণ ছিন্ন করে মুসলিম-আত্মসর্মপণকারী, মু'মিন-ঈমানদার, মুত্তাকী-আল্লাহভীরু, স'বির-ধৈর্যশীল, সলিহ্-সৎকর্মশীল, সদিক্ব-সত্যবাদী, মুহসিন (সৎকর্মশীল) পরিচয়ে গৌরব বোধ করতঃ মুশরিক, কাফির, যালিম, ফাসিক ও মুনাফিকদের পথ ও পন্থা পরিহার করে; তাহলেই মুসলিম জাতি ফিরে পাবে তাদের হারানো ঐতিহ্য। গঠিত হবে সার্বজনিন বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। প্রতিষ্ঠিত হবে এক ও অখণ্ডিত মুসলিম সমাজ।

আমাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি নিয়ামত এই যে, তিনি আমাদের ইবাদত-বন্দেগীতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হলে তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন। যেমন- নফল সালাত দ্বারা ফরয সালাতের ত্রুটি বিচ্যুতি পুষিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন। এমনিভাবে সিয়াম পালনে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে তার ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য যাকাতুল ফিতর আদায়ের বিধান দিয়েছেন। এ ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে থাকে। তিনিই তো সিয়াম পূর্ণ করা ও রমযানের রাতে কিয়ামসহ অন্যান্য নেক আমল এবং কল্যাণকর কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন।

ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ

সূচীপত্রঃ

[যাকাতুল ফিতর ফরয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মুসলিম নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, আজাদ-গোলাম সকলের উপর ফরয করেছেন।]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»

ইব্‌ন উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক গোলাম, আজাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর আল্লাহর রসূল স. যাকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা' পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সলাতে বের হবার পূর্বেই তা (হকদারের নিকট) পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [٤:٥٨]

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়সালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[২]

تُؤَدُّوا/تُؤَدَّى অর্থ আদায় করা, পৌঁছে দেয়া। আল কুরআনের অভিধান ইসলামিক সেন্টার। কামুস আল মুহীত্ব। আরেক অর্থ تُرَدُّ বা ফিরিয়ে দেওয়া। তাফসীরে ইবনে আব্বাস। যেমন-

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রদের মাঝে প্রদান করা হবে।[৩]

---

[১] আরবী বুখারী ১৫০৩, বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩/১৪১২ আধুনিক প্রকাশনী ২/১৪০৬, নাসাঈ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩/২৫০৬

[২] নিসা ৪:৫৮

[৩] আরবী বুখারী ১৩৯৫ / ১৪৫৮ / ১৪৯৬ / ২৪৪৮ / ৪৩৪৭ / ৭৩৭১ / ৭৩৭২

পেটের বাচ্চার পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর দেয়া ওয়াজিব নয়, কিন্তু কেউ যদি আদায় করে, তাহলে নফল সদকা হিসেবে আদায় হবে। ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু পেটের বাচ্চার পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের পরিবারবর্গের (যেমন স্ত্রী ও সন্তান) পক্ষ থেকে আদায় করবে। যদি তাদের নিজস্ব সম্পদ থাকে তবে তাদের সম্পদ থেকেই যাকাতুল ফিতর আদায় করবে। ঘরের চাকর চাকরানীর ফিতরা মালিক আদায় করবে।

যাকাতুল ফিতর ফরয হওয়ায় সময় :

ঈদের রাতে সূর্যাস্তের সময় জীবিত থাকলে তার উপর যাকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক, নতুবা নয়। সুতরাং কেউ সূর্যাস্তের এক মিনিট পূর্বে মারা গেলে তার উপর ওয়াজিব হবে না। এক মিনিট পরে মারা গেলে অবশ্যই তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। যদি কোন শিশু সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পর ভূমিষ্ট হয়, তার উপরও আবশ্যক হবে না, তবে আদায় করা সুন্নত। যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পূর্বে ভূমিষ্ট হলে তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে।

যাকাতুল ফিতর আবশ্যক হওয়ার ওয়াক্ত রমজানের শেষ দিনের সূর্যাস্তের পরবর্তী সময় নির্ধারণ করার কারণ হচ্ছে, তখন থেকে ফিতর তথা খাওয়ার মাধ্যমে রমযানের সিয়াম সমাপ্ত হয়। এ কারণেই একে রমযানের যাকাতুল ফিতর বা সিয়াম খোলার ফিতর বলা হয়। বুঝা গেল, ফিতর তথা সিয়াম শেষ হওয়ার সময়টাই যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়।

যাকাতুল ফিতর কার উপর ফরয ?

যার কাছে ঈদের দিন স্বীয় পরিবারের একদিন ও একরাতের ভরণ পোষণের খরচ বাদে এক সা' পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী থাকবে তার উপরই যাকাতুল ফিতর ফরয হবে। যার উপর যাকাতুল ফিতর ফরয তিনি নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবেন তেমনি নিজের পোষ্যদের পক্ষ থেকেও আদায় করবেন।[৪]

---

[4] কিতাবুল উম-ইমাম শাফেঈ, আল মাজমু আন্নভবী, ফিকহুস সুন্নাহ

Furthermore, those who have no more than the foodstuff necessary for themselves and their families and sufficient only for the day of `Eid are exempted from paying it.[5]

ফকীর ফিতরা দেয়ার পর অধিক ফিরিয়ে নিবে। হাদীসটি যঈফ।[৬]

যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ এক সা' খাদ্য (ইমাম বুখারী)

যা কিছু প্রধান খাদ্য হিসেবে স্বীকৃত যেমন খেজুর, যব, কিসমিস, পনির, গম, চাউল ইত্যাদি থেকে এক সা' পরিমাণ দান করতে হবে।

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»

আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পরিমাণ যব অথবা এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ পনির অথবা এক সা' পরিমাণ কিসমিস দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।[৭]

রসূল সা. থেকে মারফূরূপে বর্ণিত দুই মুদ্দ গম বা ১/২ সা' এর হাদীস যঈফ।[৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সা'-এর ওজন হিসেবে ১ সা' চাউল প্রায় ২ কেজি ২২৫ গ্রাম।

سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: «كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ» سَمِعَ القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الجُعَيْدَ

---

[5] www.alifta.com Fatwa No. (6364) ফাতাওয়া লাজনা আদ্‌দায়েমা

[৬] আবূ দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (যঈফ) ১৬১৯। মেশকাত (যঈফ) বাংলা ১৭২৮ আরবী ১৮২০

[৭] আরবী বুখারী ১৫০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪১৫ আধুনিক প্রকাশনী ১৪০৯। নাসাঈ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৫১৪। মুসলিম ৯৮৫

[৮] দেখুন, তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন (যঈফ) ৩/৬৭১ আরবী (যঈফ) ৬৭৪। নাসাঈ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (যঈফ) ২৫১০/২৫১৭। আবূ দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (যঈফ) ১৬১৯। মেশকাত বাংলা (যঈফ) ১৭২৫/১৭২৭/১৭২৮

সায়িব ইবনু ইয়াযীদ র. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সা. এর যুগের সা' তোমাদের এ সময়ের (বর্তমান কালের) এক মুদ ও এক মুদের এক তৃতীয়াংশের মাপের ছিল। অবশ্য (পরবর্তী সময়ে) তা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৯]

অতঃপর মু'আবিয়াহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে রায় দিলেন যে, দু মুদ্দ গম এক সা' খেজুরের সমান (বিনিময়ের দিক দিয়ে) অর্থাৎ দু মুদ্দ গম ১/২ সা' খেজুরের সমান পরিমাপের দিক দিয়ে ।[১০]

সুতরাং ৪ মুদ্দে এক সা'। মুদ্দ-মধ্যম আকৃতির মানুষের দুই হাত একত্রিত করলে যে লোপ হয় তার পরিমাণ।[১১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের এক সা'। যার ওজন চার শত আশি মিসকাল গম। ইংরেজী ওজনে যা দুই কেজি ৪০ গ্রাম গম। যেহেতু এক মিসকাল সমান চার গ্রাম ও এক চতুর্থাংশ হয়। সুতরাং ৪৮০ মিসকাল সমান ২০৪০ গ্রাম হয়। রাসূলের যুগের সা' জানতে ইচ্ছা করলে, তাকে দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম গম ওজন করে এমন পাত্রে রাখতে হবে, যা মুখ পর্যন্ত ভরে যাবে। অতঃপর তা পরিমাপ করতে হবে। অতএব নবী স. এর যুগের সা'-এর হিসেবে : এক সা'-তে সবচেয়ে ভাল গম ২ কেজি ৪০ গ্রাম হয়। সা' ভলিয়ম দ্বারা হিসাব হয়। তাই বিভিন্ন ফসলের সা' ওজন হিসেবে বিভিন্ন হয়। যেমন আমাদের দেশে তরল পদার্থ লিটার দ্বারা পরিমাপ হয়। ১ লিটার পানি এবং ১ লিটার তৈল ওজন হিসেবে বিভিন্ন হবে। এক সা' চাল প্রায় ২ কেজি ২০০ গ্রাম হয়। তবে নবী স. এর যুগের সা'-এর ওজন হিসেবে ১ সা' (খেজুর, যব, কিসমিস, পনির, গম, ভুট্টা, চাউল) ২ কেজি ২২৫ গ্রামের বেশি নয়। এক সা' প্রায় ২১৭৬ গ্রাম বা ২ কেজি ১৭৬ গ্রাম।[১২] (গমের ওজন হিসেবে)

The amount to be paid in Zakatul-Fitr is one Sa` (1 Sa` = 2.172 kg) of dates, barley, raisins, cheese or food.[13]

---

[৯] আরবী বুখারী ৭৩৩০, ইসলামিক ফাউ. ৬৮৩০ আধুনিক ৬৮১৮। নাসাঈ ইসলামিক ফাউ. ২৫২১

[১০] মুসলিম ই.ফা. ৩/২১৫২-৫৩। ইবনে মাজাহ ই.ফা. ২/১৮২৯, আবু দাউদ ই.ফা. ২/১৬১৬, তিরমিযী ই.ফা. ৩/৬৭০

[১১] কামুস আল মুহীত্ব। ইসলামের যাকাত বিধান ২য় খন্ড ইসলামিক ফাউ. ৪৯৬ পৃষ্ঠা ইউসুফ আর কারযাভী।

[১২] ইসলামের যাকাত বিধান ২য় খন্ড ইসলামিক ফাউ. ৪৯৫ পৃষ্ঠা।

[১৩] www.alifta.com Fatwa No. (৬৩৬৪)

যা দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করা যায়

যা কিছু প্রধান খাদ্য হিসেবে স্বীকৃত যেমন খেজুর, যব, কিসমিস, পনির, গম, চাউল ইত্যাদি থেকে এক সা' পরিমাণ দান করতে হবে।

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»

আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পরিমাণ যব অথবা এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ পনির অথবা এক সা' পরিমাণ কিসমিস দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।[১৪]

যা দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় হবে না

মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর খাদ্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় হবে না। কারণ, রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম তা ফরয করেছেন মিসকিনদের খাদ্যের অভাব পূরণ করার জন্য, কোন প্রাণীর খাদ্যাভাব পুরণের জন্য নয়।

এমনকি কাপড়, বিছানা, পান পাত্র ইত্যাদি দ্বারাও আদায় হবে না। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম যাকাতুল ফিতর খাদ্যের মাধ্যমে আদায় করা ফরয করেছেন।

খাদ্যমূল্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় হবে না

খাদ্যমূল্য দ্বারা আদায় করলেও আদায় হবে না। যেহেতু এটা রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর নির্দেশের বিপরীত। যাকাতুল ফিতর ফরয হয়েছিল ২য় হিজরীর ঈদুল ফিতরের ২ দিন আগে এবং রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় ৯ বছর সওম পেয়েছেন এবং ৯ বছর যাকাতুল ফিতর আদায় করেছেন।[১৫]

---

[১৪] আরবী বুখারী ১৫০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪১৫ আধুনিক প্রকাশনী ১৪০৯। নাসাঈ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৫১৪। মুসলিম ৯৮৫

[15] যাদুল মাআদ

যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য দ্রব্য দ্বারা নির্ধারণ করেছেন। আর প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যের মূল্য সমান নয়। সুতরাং মূল্যই যদি ধর্তব্য হয়, তাহলে নির্দিষ্ট কোন এক প্রকারের এক সা' হত এবং তার বিপরীত বস্তু দ্বারা ভিন্ন মূল্যের হত।

দ্বিতীয়ত মূল্য প্রদানের দ্বারা যাকাতুল ফিতর প্রকাশ্য এবাদতের রূপ হারিয়ে গোপন এবাদতের রূপ পরিগ্রহণ করে, তাই এটা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। এক সা' খাদ্য সবার দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু মূল্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযা সাল্লাম কখনো খাদ্যশস্য ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করেননি। তাছাড়া খাদ্যমূল্য প্রদান করা সাহাবাদের আমলের পরিপন্থী। কারণ, তারা খাদ্যজাতীয় বস্তু দ্বারাই সদকাতুল ফিত্র আদায় করতেন।

রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা পরিত্যাজ্য।'মুসলিম ।

রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার পরবর্তীতে সঠিক পথে পরিচালিত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত আকড়ে ধর।[১৬]

যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৭]

যাকাতুল ফিতর নির্দিষ্ট একটি এবাদত, তাই অনির্দিষ্ট বস্তু দ্বারা আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। যেমন নির্দিষ্ট সময় ছাড়া আদায় করলে আদায় হয় না।

যাকাতুল ফিতরের হকদার অভাবী (মিসকিন) মানুষ

[শুধুমাত্র অভাবী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে।][১৮]

---

[১৬] ইবনে মাজাহ ৪২/৪৩ নং হাদীস ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[১৭] বুখারী ৭২৮০

[18] ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাফেজ ইবনু কাইয়ুম

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়াম পালনকরীর জন্য যাকাতুল ফিতর দেয়া ফরয করে দিয়েছেন। যা সিয়াম পালনকারীর অনর্থক কথা ও কাজ পরিশুদ্ধকারী ও অভাবী (মিসকিন) মানুষের জন্য আহারের ব্যবস্থা হিসেবে প্রচলিত। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে তা (হকদারের নিকট) পৌঁছে দিবে তা যাকাতুল ফিতর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পর পৌঁছে দিবে তা সাধারণ সদকা বলে গণ্য হবে।[১৯]

মিসকিনদের খাদ্য প্রদান করার অর্থ হলো প্রচলিত খাদ্য। আইনুল মাবুদ শরাহ আবি দাউদ।

অভাবী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে। এমন অভাবী লোকদেরকে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে যারা যাকাত গ্রহণের অধিকার রাখে ।

একজন দরিদ্র মানুষকে একাধিক ফিতরা দেয়া যেমন জায়েয, তেমনি একটি ফিতরা বন্টন করে একাধিক মানুষকে দেয়াও জায়েয। এক যাকাতুল ফিতর অনেক ফকীরকে দেয়া যাবে এবং অনেক যাকাতুল ফিতর এক মিসকিনকেও দেয়া যাবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু হকদারকে কি পরিমাণ দিতে হবে তা নির্ধারণ করেননি।

কখন আদায় করবেন যাকাতুল ফিতর?

যাকাতুল ফিতর আদায়ের সময় দু'ধরনের : একটি হল উত্তম সময় অন্যটি হল বৈধ সময়।

১. ফজিলতপূর্ণ সময় বা উত্তম সময়ঃ উত্তম সময় হল ঈদের দিন সকালে ঈদের সালাতের পূর্বে।

---

[১৯] ইবনে মাজাহ/ ১৮২৭, আবূ দাউদ ১৬০৯, হাসান

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ»

আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সা. এর যুগে ঈদের দিন এক সা' পরিমাণ খাদ্য যাকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করতাম। আবূ সাঈদ বলেন, আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।[২০]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاس إِلَى الصَّلَاةِ – رواه البخاري ومسلم

ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের ঈদের সালাত পড়তে যাওয়ার পূর্বে যাকাতুল ফিতর দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।[২১] সুতরাং ঈদুল ফিতরের সালাত একটু বিলম্বে আদায় করা উত্তম। যাতে মানুষ যাকাতুল ফিতর হকদারের নিকট পৌঁছে দিতে পারে।

২. জায়েজ সময় বা বৈধ সময়: ঈদের একদিন দু'দিন পূর্বে যাকাতুল ফিতর আদায় করা। বুখারীতে আছে, নাফে রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু নিজের এবং ছোট-বড় সন্তানদের পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ হতেও। তিনি যাকাত সংগ্রহকারীকে ঈদের একদিন বা দুদিন পূর্বে যাকাতুল ফিতর দিতেন।[২২] সুতরাং ঈদের একদিন বা দুদিন পূর্বে ইমাম বা বিশ্বস্ত সংগ্রহকারীর নিকট জমা করা যায়। তবে অবশ্যই যেন ঈদের সলাতের পূর্বে হকদারের নিকট পৌঁছে।

---

[২০] আরবী বুখারী ১৫১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪১৯ আধুনিক প্রকাশনী ১৪১৩

[21] বুখারী ১৫০৯, মুসলিম ৯৮৬

[২২] বুখারী ১৫১১

ঈদের সলাতের পূর্বেই যাকাতুল ফিতর বন্টন করতে হবে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»

আবদুল্লাহ ইবনু উমার থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ঈদের সলাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই যাকাতুল ফিতর দেয়ার নির্দেশ দেন।[২৩]

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»

(রসূল সা.) লোকজনের ঈদের সলাতে বের হবার পূর্বেই তা (যাকাতুল ফিতর) পৌঁছে (হকদারের নিকট) দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪]

ওয়াজিব হচ্ছে, যাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি বা উকিলের মাধ্যমে যথাসময়ে সালাতের পূর্বে পৌঁছানো। ঈদের সালাতের পর আদায় করা জায়েজ নেই। অতএব, বিনা কারণে সালাতের পর বিলম্ব করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশের পরিপন্থী। পূর্বে ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে তা (হকদারের নিকট) পৌঁছে দিবে তা যাকাতুল ফিতর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পর পৌঁছে দিবে তা সাধারণ সদকা বলে গণ্য হবে।[২৫]

The Imam of the Masjid as well as any trustworthy person may collect Zakatul-Fitr and distribute it to the poor provided that it is received by those deserving it before the `Eid Salah.[26]

---

[২৩] আরবী বুখারী ১৫০৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪১৮ আধুনিক প্রকাশনী ১৪১২

[২৪] আরবী বুখারী ১৫০৩, বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪১২ আধুনিক প্রকাশনী ১৪০৬ নাসাঈ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৫০৬

[২৫] ইবনে মাজাহ ১৮২৭ হাসান, আবূ দাউদ ১৬০৯, হাসান

[২৬] www.alifta.com Fatwa No. (৬৩৬৪) ফাতাওয়া লাজনা আদ্‌দায়েমা

যাকাতুল ফিতর জমা করা ভালো, তবে নিজে নিজে বন্টন করাই উত্তম

যাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি নিজেই যথাসময়ে সালাতের পূর্বে পৌঁছানোই উত্তম।[২৭]

It is preferable for the person who is giving to share it out himself. (Al-Shaafa'i said): I prefer to share out zakaat al-fitr myself rather than give it to the one who is collecting it.

Al-Nawawi (may Allaah have mercy on him) said: Al-Shaafa'i said in al-Mukhtasar: 'If he prefers to give it to the one who is collecting it, this should be fine, in sha Allaah… but it is better to share it out himself… If he gives it to the Muslim leader or the collector or the one who is collecting the people's zakaat al-fitr, and he is given permission to give it, this is fine, but sharing it out himself is better than all of this.[28]

যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রদানের নিয়ত করে, অথচ তার সঙ্গে বা তার নিকট পৌঁছতে পারে এমন কারো সঙ্গে সাক্ষাত না হয়, তাহলে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করবে, বিলম্ব করবে না।

যাকাতুল ফিতর প্রদানের স্থান

যাকাতুল ফিতর প্রদানের সময় যে এলাকায় সে অবস্থান করছে ঐ এলাকার গরীবরাই বেশী হকদার। উক্ত এলাকায় সে স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী। কিন্তু যদি তার বসতি এলাকায় কোন হকদার না থাকে বা হকদার চেনা অসম্ভব হয়, তাহলে তার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করবে। সে উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে তার যাকাতুল ফিতর পৌঁছে দিবে ।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আনুগত্য করার তওফিক দিন। আমাদের আত্মা, কথা ও কাজ শুদ্ধ করে দিন। আমাদেরকে বিশ্বাস, কথা ও কাজের ভ্রষ্টতা থেকে পবিত্র করুন। নিশ্চয়ই আপনি উত্তম দানশীল ও করুনাময়। হে আল্লাহ! আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তার সকল পরিবার ও সাহাবীগণের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন

---

[২৭] ইমাম শাফেঈ, আল-উম। আন নভবী আল মাজমু

[২৮] al-Majmoo, part 6. www.islamqa.com

প্রমাণের জন্য নিম্নলিখিত হাদীসগ্রন্থ দেখুন

হাদীস গ্রন্থ	প্রকাশনী	হাদীস নং	সহীহ	যঈফ
১/সহীহ বুখারী	তাওহীদ পাবলিকেশন্স	২/১৫০৩-১৫১২ আরবী ১৫০৩-১৫১২	১০	
	আধুনিক প্রকাশনী	২/১৪০৬-১৪১৫ আরবী ১৫০৩-১৫১২	১০	
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৩/১৪১২-১৪২১ আরবী ১৫০৩-১৫১২	১০	
২/সহীহ মুসলিম	ইসলামিক সেন্টার	৩/২১৪৯-২১৬০ আরবী ৯৮৪-৯৮৬	১২	
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৩/২১৪৬-২১৫৭ আরবী ৯৮৪-৯৮৬	১২	
	আহলে হাদীস লাইব্রেরী	৩/১৬৩৫-১৬৪৬ আরবী ৯৮৪-৯৮৬	১২	
৩/সুনান নাসাঈ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৩/২৫০২-২৫২৩ আরবী ২৫০০-২৫২১	১৯	৩
৪/তিরমিযী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৩/৬৭০-৬৭৪ আরবী ৬৭৩-৬৭৭	৪	১
৫/আবূ দাউদ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	২/১৬০৯-১৬২২ আরবী ১৬০৯-১৬২২	৯	৫
৬/ইবনে মাজাহ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	২/১৮২৫-১৮৩০ আরবী ১৮২৫-১৮৩০	৬	
৭/মিশকাত শরীফ		বাংলা ১৭২৩-১৭২৮ আরবী ১৮১৫-১৮২০	৩	৩

যঈফ হাদীস সমূহ

হাদীস গ্রন্থ	প্রকাশনী	হাদীস নং	যঈফ
১/সুনান নাসাঈ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৩/২৫০২-২৫২৩ আরবী ২৫০০-২৫২১	ই.ফা. ৩য় খন্ড ২৫১০, ২৫১১, ২৫১৭ আরবী ২৫০৮/২৫০৯/২৫১৫
২/তিরমিযী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৩/৬৭০-৬৭৪ আরবী ৬৭৩-৬৭৭	ই.ফা. ৩য় খন্ড ৬৭১ আরবী ৬৭৪
৩/আবূ দাউদ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	২/১৬০৯-১৬২২ আরবী ১৬০৯-১৬২২	১৬১৪/১৬১৭/১৬১৮ /১৬১৯/১৬২২
৪/মিশকাত শরীফ		বাংলা ১৭২৩-১৭২৮ আরবী ১৮১৫-১৮২০	বাংলা ১৭২৫/১৭২৭/১৭২৮ আরবী ১৮১৭/১৮১৯/১৮২০

যঈফ:

১। ফকীর ফিতরা দেয়ার পর অধিক ফিরিয়ে নিবে। হাদীসটি যঈফ। (আবূ দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (যঈফ) ১৬১৯। মেশকাত (যঈফ) বাংলা ১৭২৮ আরবী ১৮২০)

২। রসূল সা. থেকে মারফূরূপে বর্ণিত দুই মুদ্দ গম বা ১/২ সা' এর হাদীস যঈফ। (দেখুন, তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন (যঈফ) ৩/৬৭১ আরবী (যঈফ) ৬৭৪। নাসাঈ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (যঈফ) ২৫১০/২৫১৭। আবূ দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (যঈফ) ১৬১৯। মেশকাত বাংলা (যঈফ) ১৭২৫/১৭২৭/১৭২৮।

তাহক্বীক দেখার জন্য দেখুন মাকতাবা আলবানী অথবা মাকতাবা শামেলা। যারা লগিং করতে চান তাদের জন্য ওয়েব সাইটের আইডি : www.shamela.ws